জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Jagannath University

‘টেকসই অর্থনীতির যাত্রাপথ: ভিশন ২০৪১, বাংলাদেশের করণীয়’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

দুর্নীতিকে প্রতিহত না করলে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ভিশন ২০৪১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রয়োজন দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমুক্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যেখানে নিশ্চিত হবে সুশাসন। দুর্নীতিকে প্রতিহত করা না গেলে এই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি তথা টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন আলোচকরা। সকালে ‘টেকসই অর্থনীতির যাত্রাপথ: ভিশন ২০৪১, বাংলাদেশের করণীয়’ শীর্ষক দু’দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ’র সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। পিকেএসএফ, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি অব অস্ট্রেলিয়া, ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইউ.কে এবং ব্রেমেন ইউনিভার্সিটি, জার্মানি যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা

সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীলের কাতারে পৌঁছালেও টেকসই অর্থনীতির উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতিকে বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার অন্যতম বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দুর্নীতি যদি লাঘব করা যায় তবে বর্তমান জিডিপি আরও ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সম্মেলনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হলে সবাইকে নিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। দুর্নীতিকে প্রতিহত করা না গেলে এই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি তথা টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সম্মেলনের আহ্বায়ক অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নতুন এক ধাপ অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এজন্য দেশটিকে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা প্রদান ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলেন, ১৯৯০ এর ৪% প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে এসে পৌঁছেছে ৭.৮৬% এ। এই অনুপাতে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে ১২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমায় অবস্থান করছে, সেখানে বাংলাদেশের শতকরা ২২ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমায় অবস্থান করছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক অসম উন্নয়নের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল থেকে শুরু হওয়া দুইদিনের এ সম্মেলনে শিল্পায়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, গণস্বাস্থ্য, পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ সর্বমোট ১৫টি পেপার উপস্থাপন করবেন।